তারিখ 23 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

যুগান্তর

নতুন পে-স্কেলে বিনাশর্তে এমপিও দাবি

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আন্দোলনের হুমকি

মুসতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলনের রেশ না কাটতেই এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। সরকার শর্ত সাপেক্ষে এমপিও দিতে চাইছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা চাচ্ছেন বিনাশর্তে এমপিও। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষকদের একটি সংগঠন আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছে। আরেকটি সংগঠন আলটিমেটাম দিয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন পরিস্থিতি জটিল না করতে সরকারকে হুশিয়ারি দিচ্ছে।

আজ সব উপজেলায় মানববন্ধন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অবশ্য এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও ১ জুলাই থেকেই কার্যকর হবে। শর্ত ও নীতিমালা মেনেই এমপিও দেয়া হয়েছে। শর্ত না মানলে এমপিও স্থগিত বা বাতিলের ঘটনা সারা বছরই ঘটে থাকে। এটা একটি রুটিন কাজ। তাই এক্ষেত্রে নতুন কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই। এ নিয়ে আতংকের কিছু নেই।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২০ ডিসেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলেছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সরকারি চাকরিজীবীদের মতোই ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে অষ্টম পে-স্কেলভুক্ত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তা হচ্ছে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পর্যালোচনা' এবং প্রতিষ্ঠানের 'যোগ্যতাভিত্তিক' হবে এই অনুদান সহায়তা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব যুগান্তরকে বলেন, প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা নীতিমালা দেখেই এমপিও দিয়েছি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা এ **হুমকি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪**

হুমকি : শিক্ষকদের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মুহূর্তে কাউকে বাদ দিতে পারব না। কাউকে বাদ দিলে তা নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হবে। তাই পর্যালোচনা আর যোগ্যতা বিচারের কথা এখন উঠানো মানে হচ্ছে অস্থিরতাকে উস্কে দেয়া। সে কাজ আমরা করব না।

ইতিমধ্যে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট নামে একটি সংগঠন দু'মাসের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ১৯ জানুয়ারি প্রথমদিনের কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জাকির হোসেন যুগান্তরকে বলেন, আজ তাদের ডাকে সব উপজেলা সদরে মানববন্ধন আছে। সব জেলা সদরে মানববন্ধন ২৫ জানুয়ারি। দাবি পূরণ না হলে ১৫ মার্চ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা দেয়ার কর্মসূচি এবং ২৭ মার্চ ঢাকায় মহাসমাবেশ করবেন শিক্ষকরা।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ১৯ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে। সেখান থেকে সরকারকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে তারা।

নতুন পে-স্কেলে শিক্ষক-কর্মচারীরা ঠিক কবে এমপিও পাবেন তা স্পষ্ট করতে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। এই সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, ৩১ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে ন্যায্য দাবি আদায়ের কর্মপন্থা ঘোষণা করা হবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, এমপিও খাতে সরকার বর্তমানে ব্যয় করে ১১ হাজার ৮৫ কোটি ২৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। অষ্টম পে-স্কেলে প্রত্যেক শিক্ষকের গড়ে প্রায় ৪৪ শতাংশ এমপিও এবং ভাতা বেড়েছে। এই হিসাবে এ খাতে ব্যয় বাড়বে ৫ হাজার ৫৫৩ কোটি ৭৬ লাখ ৪৮ হাজার ২৫০ টাকা। এর মধ্যে শুধু এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) বেড়েছে ৫ হাজার ১৩৬ কোটি ৫৮ লাখ ৪৮ হাজার ২৫০ টাকা। সপ্তম পে-স্কেলে বাড়ি ভাড়া ৫০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৩০০ টাকা করে দেয়া হতো। অষ্টম পে-স্কেলের কারণে বাড়ি ভাড়া ১০০০ এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা করা হবে। এ খাতে ব্যয় বাড়ছে ৪১৭ কোটি ১৮ লাখ টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও পাচ্ছেন। এর মধ্যে সাধারণ স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৯২ জন। কারিগরি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় আছেন ১৭ হাজার ৩৭৬ জন।

এমপিও'র কারণে ব্যয় বাড়ল ৪৪ ভাগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নথিতে দেখা গেছে, নতুন পে-স্কেলে শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষদের। তারা আগের তুলনায় ৬০ দশমিক ২৫ শতাংশ বেশি বেতন-ভাতা পাবেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বেতন বেড়েছে ৫৯ দশমিক ২৭ ভাগ। মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেড়েছে ৫৮ দশমিক ৫১ ভাগ। সর্বনিম্ন বেতনভোগী ২০তম গ্রেডের একজন কর্মচারী আগের চেয়ে ৪১ দশমিক ৪১ ভাগ বেশি অর্থ পাবেন।